যা জানা জরুরি

রোহিঙ্গা সংকটে মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে পাওয়া মতামতের বুলেটিন

ইস্যু ৪২ × সোমবার, ১৭ আগস্ট ২০২০

করোনাভাইরাস পরীক্ষার ব্যাপারে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর পরামর্শ

সূত্র: ৩৯টি ফোকাস গ্রুপ আলোচনার মাধ্যমে করোনাভাইরাস বা কোভিড-১৯ পরীক্ষা সম্পর্কে সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ এবং অন্যান্য শরণার্থীদের (পুরুষ, নারী, বালক, বালিকা) ধারণা সংগৃহীত হয়েছে। অ্যাকশন এইড বাংলাদেশ, ব্র্যাক, টিএআই ও ইউএনএইচসিআর ২৪শে জুন থেকে ৩০ শে জুনের মধ্যে নিম্নলিখিত ক্যাম্পগুলোতে এই আলোচনাগুলো সম্পন্ন করেছে: ক্যাম্প ১ই, ২ডব্লিউ, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৫, ১৬, ২০ এক্সটেনশন, ২২, ২৬, ২৭, কুতুপালং রোহিঙ্গা ক্যাম্প এবং নয়াপাড়া রোহিঙ্গা ক্যাম্প। এই ৩৯টি ফোকাস দল আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা ৩৮১ (২২৯ জন পুরুষ এবং ১৫২ জন নারী)। যেহেতু ফোকাস দল আলোচনাগুলোতে মূলত সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ এবং মাঝিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তাই, সমস্যাগুলো আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন বিভিন্ন ক্যাম্প থেকে শরণার্থীদের সাথে কথা বলেছে। ৯ ও ১০ই আগস্ট আমরা ক্যাম্প ১৩, ১৯ ও ২৪ থেকে ছয়টি টেলিফোন সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছি, এদের মধ্যে তিন জন পুরুষ এবং বাকি তিন জন রোহিঙ্গা নারী।

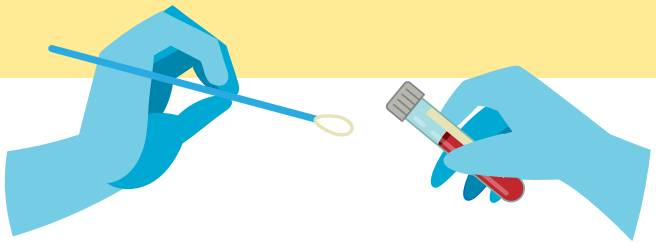

চিকিৎসার চেয়ে প্রতিরোধ উত্তম: পরীক্ষা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা এবং এক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান

ফোকাস দল আলোচনা (মূলত সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে) এবং রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সদস্যদের সাথে একক সাক্ষাৎকার উভয় থেকেই জানা যায় যে, মানুষ মনে করে যে করোনাভাইরাস বা কোভিড-১৯ সম্পর্কে তাদের যথেষ্ট সচেতনতা রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে – পরীক্ষা প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা, অর্থাৎ কোথায় পরীক্ষা করা যায় এবং কোভিড-১৯ এর জন্য পরীক্ষা করা কেন গুরুত্বপূর্ণ এ ধরনের বিষয়। এছাড়াও এ রোগের উপসর্গ, কারও মধ্যে উপসর্গ দেখা দিলে বা করোনাভাইরাস শনাক্ত হলে করণীয় এবং কোভিড-১৯ প্রতিরোধমূলক অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে মানুষের মধ্যে ভালো সচেতনতা রয়েছে বলে তারা জানিয়েছেন। তাঁরা জানান যে, এই বিষয়গুলো তারা জেনেছেন বিভিন্ন সচেতনতামূলক সভা থেকে, রেডিও শুনে, মাইকের ঘোষণা থেকে এবং এনজিও স্বেচ্ছাসেবীদের কাছ থেকে। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর পুরুষদের কাছ থেকে জানা যায় যে, তারা বেশিরভাগ তথ্য পেয়েছেন মসজিদের ইমামদের কাছ থেকে অথবা বিভিন্ন মানবিক সহায়তা সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত সভা থেকে। তাঁরা আরও জানান যে মোবাইলে ফোন করার সময় কোভিড-১৯ সংক্রান্ত তথ্য শোনা যায় যা তাদের কাজে এসেছে বলে তাঁরা মনে করেন। নারীরা অধিকাংশ তথ্য তাঁদের স্বামীদের কাছে থেকে পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন। অধিকাংশ মানুষ মনে করেন যে, জীবন বাঁচাতে এবং সংক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য কোভিড-১৯ এর পরীক্ষা করা গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা আরও জানান যে, কোভিড-১৯ নিয়ে তাঁরা ভীত নন এবং যদি সবাই নিয়ম মেনে চলে তাহলে নিরাপদ থাকা সম্ভব।

সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ এবং রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী থেকে অংশ নেওয়া অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের সকলেই জানিয়েছেন যে, তারা মনে করেন করোনাভাইরাস দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে বলে কোভিড-১৯ পরীক্ষা করা গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু তারা জানেন যে এ রোগটি সংক্রামক এবং সহজেই এক ব্যক্তির কাছে থেকে অন্য ব্যক্তির কাছে রোগটি ছড়াতে পারে তাই তারা পরীক্ষা করা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। তারা মনে করেন করোনায় আক্রান্ত হওয়ার পরেও যদি কোন ব্যক্তির করোনা পরীক্ষা না করা হয় তাহলে উক্ত ব্যক্তি আরও অনেক বেশি সংখ্যক মানুষকে আক্রান্ত করতে পারেন। যদি কোন ব্যক্তি আক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথেই শনাক্ত না হন সেটা ক্যাম্প এবং পুরো জনগোষ্ঠীর জন্য অত্যন্ত বিপদজনক হতে পারে। তারা আরও জানান যে, করোনাভাইরাস পরীক্ষা না করা হলে আক্রান্ত মানুষকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না; পরীক্ষার মাধ্যমেই আমরা জানতে পারি কোন ব্যক্তি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত কি না। অধিকাংশ ব্যক্তিই মনে করেন যে, উপসর্গ দেখা দেওয়ার সাথে সাথেই উক্ত ব্যক্তির করোনা পরীক্ষা করা উচিত। এভাবেই নিজেদের ও সম্প্রদায়ের মধ্যে কোভিড-১৯ এর ছড়িয়ে পড়া রোধ করা সম্ভব। যদিও ফোকাস দল আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের

একটি ক্ষুদ্র অংশ মনে করে যে, ৩-৫ দিন ধরে উপসর্গ বিদ্যমান থাকলে ফুসফুসের পরীক্ষার সাথে (নিউমোনিয়া পরীক্ষা) একসাথে কোভিড-১৯ এর পরীক্ষা করা উচিত। যে উপসর্গগুলো দেখা দিলে পরীক্ষা করাতে হবে বলে তারা মনে করেন তার মধ্যে রয়েছে জ্বর, দুর্বলতা, ঠাণ্ডালাগা, অতিরিক্ত কাশি, হাঁচি, সর্দি, শ্বাসকষ্ট, তীব্র গলা ব্যথা, শ্বাসতন্ত্রের বিভিন্ন সমস্যা, ঘ্রাণ বা স্বাদ না পাওয়া (বিশেষ করে মাছ বা মাংস খাওয়ার সময়)। ফোকাস দল আলোচনায় অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক ব্যক্তি জানান যে তারা মনে করেন চোখের সমস্যাও কোভিড-১৯ এর একটি উপসর্গ।

ফোকাস দল আলোচনায় অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের কেউ কেউ ভিন্ন কিছু কারণেও কোভিড-১৯ পরীক্ষা করা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। তারা উল্লেখ করেন যে অনেকেই কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়েছেন সন্দেহ থেকে মানসিক চাপে ভোগেন, পরীক্ষা করার মাধ্যমে মানুষ এ ধরনের চাপ থেকে মুক্তি পাবে। কেউ কেউ আবার কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে এসছেন কি না এ ধরনের সন্দেহ নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকেন, পরীক্ষা করলে এ ধরনের উদ্বেগ লাঘব হবে।

ফোকাস দল আলোচনা এবং একক সাক্ষাৎকার থেকে আরও বোঝা যায় যে, চিকিৎসা এবং এ ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের যত্ন বিষয়ে সকলের যথেষ্ট জ্ঞান রয়েছে। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সদস্যরা ব্যাখ্যা করেন যে, পরীক্ষার ফল জানার পরে তারা সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারবেন যেমন – রোগীকে ১৪ দিনের জন্য বিচ্ছিন্ন করা, চিকিৎসা শুরু করা এবং সামাজিক দূরত্ব মেনে চলা যাতে ক্যাম্পের অন্যরা আক্রান্ত না হয়। তারা জানেন যে, এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ এর জন্য কোনো ওষুধ বা টিকা আবিষ্কৃত হয় নি; তাদের কেউ কেউ বলেন যে যেহেতু কোভিড-১৯ একটি প্রাণঘাতী রোগ যেখানে সরাসরি ফুসফুস ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাই আক্রান্ত ব্যক্তিদের সহায়তা করা গুরুত্বপূর্ণ।

পরীক্ষা প্রক্রিয়া সম্পর্কে মানুষের ধারণা সে তুলনায় মিশ্র। ফোকাস দল আলোচনায় অংশ নেওয়া অধিকাংশ রোহিঙ্গারা মনে করেন যে কোভিড-১৯ পরীক্ষার জন্য রক্তের নমুনা দিতে হয়; একটি আলোচনা থেকে জানা যায় তাদের ক্যাম্পে কোনো পরীক্ষার ব্যবস্থা নেই এবং ক্যাম্পের বাইরে কেবলমাত্র বিশেষায়িত হাসপাতালেই এ পরীক্ষা করা সম্ভব। তারা মনে করেন আরও বেশি পরীক্ষা হওয়া উচিত এবং দক্ষ লোকদের দ্বারা পরীক্ষা করা উচিত। অন্য একটি আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা জানান যে যখনই উপসর্গ দেখা দিক না কেনো, করোনাভাইরাস পরীক্ষা করা হবে এ সিদ্ধান্ত নেওয়ার সাথে সাথে যত দ্রুত সম্ভব নমুনা সংগ্রহ করতে হয়।

কোভিড-১৯ পরীক্ষার ক্ষেত্রে বাধাসমূহ

ফোকাস দল আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা উল্লেখ করেন যে বেশ কিছু কারণে কিছু মানুষের মধ্যে কোভিড-১৯ পরীক্ষা করা নিয়ে ভীতি রয়েছে। তারা বলেন যে, যদি পরীক্ষায় কারও করোনাভাইরাস পজিটিভ শনাক্ত হয় তাহলে তাকে পরিবার ও বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে দীর্ঘ দিন বিচ্ছিন্ন থাকতে হবে বলে এ নিয়ে মানুষের মধ্যে ভীতি রয়েছে। ফোকাস দল আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অল্প সংখ্যক ব্যক্তি বলেন যে, করোনাভাইরাস পজিটিভ শনাক্ত হলে ডাক্তার ও নার্সরা আক্রান্ত ব্যক্তিকে গোপনে বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করবে এ নিয়ে এখনো কিছু মানুষের মধ্যে উদ্বেগ রয়েছে। একক সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায় যে, যদি তারা পরীক্ষা করাতে যায় তাহলে তাদের গুলি করে হত্যা করা হবে এখনো মানুষের মধ্যে এ ধারণা রয়েছে। খুব অল্প সংখ্যক মানুষ বলেছেন যে, কোভিড-১৯ পজিটিভ শনাক্ত হওয়া ব্যক্তিদের সাথে অমানবিক আচরণ করা এবং বিচ্ছিন্ন রাখা নিয়ে তারা উদ্বিগ্ন।

পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং অন্যদের সাথে মেলামেশা করতে না পারা নিয়ে উদ্বেগের চাইতে বড় বিষয়, কোনো কোনো রোহিঙ্গা মনে করেন যে যদি তাদের কোভিড-১৯ হয়েছে জানা যায় তাহলে তাদের সামাজিক মর্যাদা নষ্ট হবে। ফোকাস দল আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের কেউ কেউ শুনেছেন যে ক্যাম্পে কিছু মানুষ বিশ্বাস করে যে কোভিড-১৯ কোনো রোগ নয় বরং এটি একটি অভিশাপ, অন্যদিকে অন্যরা মনে করে যে এ ভাইরাসটি একটি কুসংস্কার মাত্র। কেউ কেউ বলেছেন যে, যদি তারা কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়েছেন শনাক্ত হয় তাহলে তাদের আশঙ্কা রয়েছে যে তারা সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হবেন এবং বৈষম্যের শিকার হবেন, এ কারণে তারা পরীক্ষা না করার চেষ্টা করেন। অন্যরা বলেন যে তারা খারাপ সংবাদ শুনতে ভয় পান, আক্রান্ত হয়েছেন এ খবর শুনলে হয়তো তারা আর কখনোই এ রোগ থেকে সেরে উঠবেন না।

কোভিড-১৯ এর পরীক্ষা গ্রহণের প্রক্রিয়া নিয়েও স্পষ্ট উদ্বেগ রয়েছে। ফোকাস দল আলোচনায় অংশ নেওয়া কিছু মানুষ বলেছেন যে তারা শুনেছেন নমুনা সংগ্রহের সময় নমুনা প্রদানকারী বাজে ভাবে আহত হতে পারেন এবং এ কারণে তাদের উদ্বেগ রয়েছে যে পরীক্ষা করতে গেলে তারা শারীরিকভাবে কষ্ট পাবেন। কেউ কেউ বলেছেন যে তারা পরীক্ষার খরচ নিয়ে উদ্বিগ্ন এবং কেউ কেউ বলেছেন তারা পরীক্ষার জন্য দীর্ঘ সারিতে অপেক্ষা করা নিয়ে উদ্বিগ্ন। কিছু মানুষের মধ্যে এমন উদ্বেগ রয়েছে যে, সাধারণ মৌসুমি জ্বর হওয়ার পরেও ডাক্তাররা তাদের কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত রোগী হিসেবে চিকিৎসা করবেন।

রোহিঙ্গাদের কাছ থেকে পাওয়া পরামর্শসমূহ

ফোকাস দল আলোচনা এবং একক সাক্ষাৎকার উভয় আলোচনাতেই, রোহিঙ্গারা সঠিক তথ্যের ওপর এবং সঠিক তথ্য যে মানুষের জীবনা রক্ষা করতে পারে সে বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তারা মনে করেন যে প্রতিটি উপসর্গ সম্পর্কে তথ্য ছাড়াও রোগটি কতটা গুরুতর, পরীক্ষার পদ্ধতি কি, এবং কিভাবে পরীক্ষা করা হয় সে সংক্রান্ত ভুল ধারণা গুলি দূর করার জন্য স্পষ্ট তথ্য প্রদান করা উচিত। কিছু মানুষ মনে করে যে পরীক্ষা বিষয়ক কেবলমাত্র সঠিক তথ্যই প্রচার করা উচিত এবং সম্ভব হলে ভুল তথ্যগুলোও উল্লেখ করা উচিত যাতে ভুল ধারণাগুলো শুধরে নেওয়া যায়।

> “ক্যাম্পে এরকম একটি গুজব ছড়িয়েছে যে যদি কোনো ব্যক্তি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হন, তবে তাকে গুলি করে হত্যা করা হবে। এ কারণে মানুষ পরীক্ষা করা থেকে বিরত থাকে। যদি এ বিষয়টি [অর্থাৎ এই গুজবটি] স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করা হয়, তাহলে সকলেই পরীক্ষা করাবে।”
>
> – পুরুষ, ২৬, ক্যাম্প ১৯,
> বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন কর্তৃক গৃহীত টেলিফোন সাক্ষাৎকার

ফোকাস দল আলোচনা এবং একক সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণকারীদের সকলেই এছাড়াও মনে করেন যে সুরক্ষামূলক তথ্য যেমন – মাস্ক পরিধান করা, স্যানিটাইজার দিয়ে হাত জীবাণুমুক্ত করা ও হাত ধোয়া এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার মতো তথ্য প্রদান গুরুত্বপূর্ণ। তারা মনে করে যে প্রত্যেকটি মানুষের কাছে যথাযথ তথ্য পৌঁছে দেওয়ার জন্য উদ্যোগ নিতে হবে এবং কোভিড-১৯ বিষয়ে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির এটিই একমাত্র উপায়।

ফোকাস দল আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা (মূলত সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ) মনে করেন যে কোভিড-১৯ বিষয়ক সাধারণ তথ্যসহ পরীক্ষা সংক্রান্ত সকল তথ্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে প্রচার করা উচিত, কারণ তারা মনে করেন কোভিড-১৯ বিষয়ক সকল তথ্য সম্পর্কে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সবচেয়ে ভালো জানে। কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ ছাড়া অন্যান্য অংশগ্রহণকারীরা বলেন যে, এনজিওগুলো তথ্য পাওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস কিন্তু তারা এ ব্যাপারে বিশেষ কোনো সংস্থার প্রতি তাদের আস্থা বেশি রয়েছে এমন কোনো নাম উল্লেখ করে নি। ফোকাস দল আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কিছু মানুষ বলেছেন যে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উচিত অন্যান্য সংস্থাগুলি কর্তৃক প্রচারিত তথ্যগুলোর সত্যতা ও যথার্থতা যাচাই করা।

ফোকাস দল আলোচনা থেকে আরও পরামর্শ দেওয়া হয় যে, হাসপাতাল ও পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোও পরীক্ষা বিষয়ক সঠিক তথ্য প্রচার করতে পারে; স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, সিআইসিবৃন্দ এবং এনজিওগুলোর পাশাপাশি কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ, মাঝি, ইমাম, ব্লকের নেতা এবং অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ সম্প্রদায়ের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। অপরদিকে, সরাসরি সাক্ষাৎকারদানকারী রোহিঙ্গারা (ফোকাস দল আলোচনার বাইরে)বলেছেন যে তারা মনে করেন এনজিওগুলোর উচিত সরাসরি সম্প্রদায়ের সদস্যদের কাছে তথ্য প্রচার করা, এবং এক্ষেত্রে মাঝি ও কমিউনিটির নেতৃবৃন্দকে সম্পৃক্ত রাখা যাতে সম্প্রদায়ের সকল স্তরে একই তথ্য প্রচারিত হতে পারে। ফোকাস দল আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের কেউ কেউ মনে করেন যে, সম্প্রদায়ের স্বেচ্ছাসেবীদেরও উচিত বাড়ি বাড়ি গিয়ে পরীক্ষা সংক্রান্ত সঠিক তথ্য প্রদানের মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করা।

> “যদি এনজিওগুলো ক্যাম্পের সকল মাঝিকে তথ্য প্রদান করেন এবং প্রত্যেক মাঝির আওতায় ক্যাম্পগুলোতে কত মানুষ বাস করে তা জানা যায়, তাহলে মাঝিরা প্রতিদিন পাঁচ জন মানুষকে পরীক্ষার জন্য পাঠাতে পারেন। এভাবে ক্যাম্পের সকল মানুষের পরীক্ষা সম্পন্ন করা যাবে।”
>
> – পুরুষ, ২১, ক্যাম্প ২৪,
> বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন কর্তৃক গৃহীত টেলিফোন সাক্ষাৎকার

> “যদি তথ্য প্রচারের জন্য এনজিও ও সরকার কর্তৃক কোনো কেন্দ্র স্থাপন করা হয়, তাহলে সম্প্রদায়ের মানুষ সেখান থেকে পরীক্ষা সম্পর্কে সঠিক তথ্য নিতে পারবে।”
>
> – নারী, ৩৩, ক্যাম্প ২৪,
> বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন কর্তৃক গৃহীত টেলিফোন সাক্ষাৎকার

সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দদের নিয়ে অনুষ্ঠিত ফোকাস দল আলোচনায় তথ্য প্রদানের সবচেয়ে উপযোগী মাধ্যম হিসেবে সম্প্রদায়ের মানুষদের নিয়ে আয়োজিত সচেতনতামূলক অধিবেশন ও সভাকে উল্লেখ করা হয়েছে, তারা মনে করেন এগুলো সম্প্রদায়ের মানুষকে পরীক্ষার গুরুত্ব বোঝানোর জন্য সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি। এছাড়া সম্প্রদায়ের মানুষকে ভিজ্যুয়াল কনটেন্ট বা ছবি প্রদর্শন এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য কেন্দ্রকেও সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ গুরুত্বপূর্ণ এবং সঠিক তথ্য প্রদানের ভালো মাধ্যম হিসেবে মনে করেন। সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের কেউ কেউ মনে করেন যে অস্থায়ী তথ্য কেন্দ্র স্থাপন এবং নিয়মিত এবং ঘন ঘন তথ্য প্রচার করাও পরীক্ষা সংক্রান্ত বোধগম্যতা বৃদ্ধির উপযোগী পদ্ধতি হতে পারে। সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দদের নিয়ে অনুষ্ঠিত দলগত আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা আরও বলেন যে, যারা সঠিক তথ্য পেয়েছেন তারা নিজ নিজ পরিবার, বন্ধুবান্ধব, প্রতিবেশী এবং যারা জানেন না তাদের সে ব্যাপারে সচেতন করার ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারে।

একক সাক্ষাৎকারে, সম্প্রদায়ের লোকের বলেছে যে মানবিক সহায়তা সংস্থাসমূহ ও সরকারের একসাথে কাজ করা উচিত এবং ক্যাম্পে সঠিক তথ্য প্রচারের জন্য অস্থায়ী তথ্য কেন্দ্র স্থাপন করা উচিত। সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ ও সম্প্রদায়ের সদস্যদের সকলেই বলেছে যে ভ্রাম্যমান লাউডস্পিকার এবং মেগাফোন সম্প্রদায়ের মানুষদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিতে এবং কিভাবে নিরাপদ থাকতে হয় সে বিষয়ক তথ্য প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

ফোকাস দল আলোচনায় উল্লেখ করা না হলেও, একক ভাবে সাক্ষাৎকার প্রদানকারী রোহিঙ্গারা মানুষকে সঠিকভাবে চিকিৎসা প্রদানের জন্য ডাক্তারের প্রয়োজনের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। কেউ কেউ বলেছেন যে, ডাক্তাররা সঠিকভাবে চিকিৎসা প্রদান করছেন না। জ্বর, কাশি বা সর্দির লক্ষণ নিয়ে কোনো রোগী ডাক্তারের কাছে আসলে তাদের চিকিৎসা না দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে। তারা বলেছেন যে এনজিওগুলোর উচিত এই ডাক্তারদের নজরদারি করা যাতে তারা প্রত্যেককে সঠিক চিকিৎসা প্রদান করে।

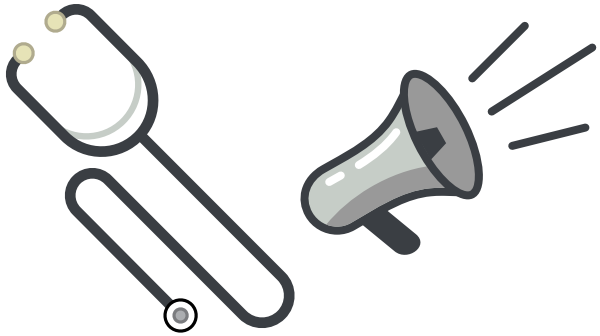

বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন এবং ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্স মিলিত ভাবে রোহিঙ্গা সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করা এবং সেগুলো সংকলিত করার কাজ করছে। এই সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনটির উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন বিভাগগুলোকে রোহিঙ্গা এবং আশ্রয়দাতা (বাংলাদেশী) সম্প্রদায়ের থেকে পাওয়া বিভিন্ন মতামতের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া, যাতে তারা জনগোষ্ঠীগুলোর চাহিদা এবং পছন্দ-অপছন্দের বিষয়টি বিবেচনা করে ত্রাণের কাজ আরও ভালোভাবে পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন করতে পারে।

এই কাজটির জন্য অর্থ সরবরাহ করেছে ই.ইউ হিউম্যানিটেরিয়ান এইড এবং ইউকে ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট।

‘যা জানা জরুরি’ সম্পর্কে আপনার যেকোনো মন্তব্য, প্রশ্ন অথবা মতামত, info@cxbfeedback.org ঠিকানায় ইমেইল করে জানাতে পারেন।

এখানে প্রকাশিত বক্তব্যকে কোনোভাবেই ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আনুষ্ঠানিক বক্তব্য হিসেবে, বা যুক্তরাজ্যের সরকারের সরকারি নীতি হিসেবে গণ্য করা উচিৎ নয়।